তাঁর রাজসভায় নয়জন জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিত ছিলেন। তাঁদের *'নবরত্ন'* বলা হত। তাঁরা হলেন কালিদাস, **ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পক, অমরসিংহ,** বরাহমিহির **ও বররুচি। কালিদাস ছিলেন এই যুগের শ্রেষ্ঠ রত্ন।** তাঁর লেখা **কুমারসম্ভব, মেঘদূতম্, রঘুবংশম্ প্রভৃতি কাব্য** এবং **অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, মালবিকাগ্নিমিত্রম্** প্রভৃতি নাটক বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বিখ্যাত চিনা পণ্ডিত ও পর্যটক **ফা-হিয়েন** তাঁর রাজত্বকালে ভারতে আসেন। তাঁর বিবরণ থেকে এযুগ সম্পর্কে নানা তথ্য পাওয়া যায়।

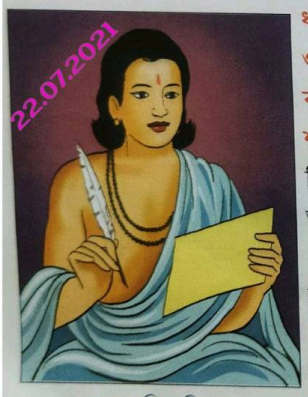

মহাকবি কালিদাস

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর **কুমারগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত** প্রমুখ রাজা রাজত্ব করেন। এরপর থেকে সাম্রাজ্য ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত নিজেদের দুর্বলতা, হূণ আক্রমণ এবং অন্যান্য কারণে ৫৫৪ খ্রিস্টাব্দে গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়।

ভারত-জোড়া সাম্রাজ্য বিস্তার এবং ভারতের সাংস্কৃতিক জগতে অবদানের জন্য গুপ্ত সাম্রাজ্য চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এসো উত্তর লেখা অভ্যাস করি

প্রশ্নঃ গুপ্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

উত্তরঃ গুপ্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মহারাজ শ্রীগুপ্ত।

প্রশ্নঃ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পর গুপ্ত সাম্রাজ্যের সিংহাসনে কে বসেন?

উত্তরঃ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পর গুপ্ত সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র সমুদ্রগুপ্ত।

প্রশ্নঃ 'ভারতীয় নেপোলিয়ন' কাকে বলা হয়?

উত্তরঃ গুপ্ত বংশের রাজা সমুদ্রগুপ্তকে 'ভারতীয় নেপোলিয়ন' বলা হয়।

প্রশ্নঃ সমুদ্রগুপ্তের সভাকবির নাম কী? তাঁর বিখ্যাত রচনাটির নাম কী?

উত্তরঃ সমুদ্রগুপ্তের সভাকবির নাম হরিষেন। হরিষেন রচিত বিখ্যাত রচনাটির নাম এলাহাবাদ প্রশস্তি।

প্রশ্নঃ সমুদ্রগুপ্তের পর কে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসেন?

উত্তরঃ সমুদ্রগুপ্তের পর তাঁর পুত্র রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসেন।

প্রশ্নঃ 'শকারি' উপাধি কাকে দেওয়া হয়েছিল এবং কেন?

উত্তরঃ রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে শকারি উপাধি দেওয়া হয়েছিল। তিনি ৪০০ বছরের বিদেশি শক শাসকদের ভারতের পশ্চিমাঞ্চল থেকে উৎখাত করে নিজের দখলে এনেছিলেন। তাই তাঁকে 'শকারি' উপাধি দেওয়া হয়েছিল।

প্রশ্নঃ কে 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি ধারণ করেন?

উত্তরঃ রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি ধারণ করেন।

প্রশ্নঃ 'নবরত্ন' বলতে কী বোঝো?

উত্তরঃ রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় নয়জন জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। এরা হলেন কালিদাস, ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পক, অমর সিংহ, বরাহমিহির ও বররুচি। এঁদেরকে একত্রে 'নবরত্ন' বলা হয়।

প্রশ্নঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় শ্রেষ্ঠ রত্ন কে ছিলেন? তাঁর রচিত কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম লেখো।

উত্তরঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় শ্রেষ্ঠ রত্ন হলেন মহাকবি কালিদাস। কালিদাস রচিত বিখ্যাত কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ—কুমারসম্ভব, মেঘদূতম্, রঘুবংশম্ এবং নাটক—অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্, মালবিকাগ্নিমিত্রম্ প্রভৃতি।

প্রশ্নঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে কোন বিখ্যাত চিনা পণ্ডিত ও পর্যটক ভারতে এসেছিলেন?

উত্তরঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে বিখ্যাত চিনা পণ্ডিত ও পর্যটক ফা-হিয়েন ভারতে এসেছিলেন।

22.07.2021

(17) ইতিহাস

22.07.2021 (Thursday)

20.07.2021 -এর উত্তর -

১) কুষান বংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম কদফিসিস, পার্থিয়া, কাবুল, পেশোয়ার, কাশ্মীর - এইসব স্থান দখল করেন।

(খ) সম্রাট কনিষ্কের রাজসভা অলংকৃত করতেন এমন একজন সাহিত্যিক হলেন অশ্বঘোষ এবং একজন শিক্ষগুরু হলেন বসুমিত্র।
এই আমলে গান্ধার শিল্পের বিকাশ হয়।

(গ) কুষান বংশের ধ্বংসের পর ভারতে গুপ্ত বংশ আধিপত্য বিস্তার করে। এই বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হলেন সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্ত।

(ঘ) কুষান সম্রাট দ্বিতীয় কদফিসিস ছিলেন শিবের উপাসক, ঈশ্বর শিবের আর এক নাম মহেশ্বর। তাই সম্রাটকে মহেশ্বর উপাধি দান করা হয়।

২) (ক) পুরুষপুর ; (খ) বারানসী ; (গ) দার্শনিক।

(খ) সম্রাট দ্বিতীয় কদফিসিসের সাম্রাজ্য গাঙ্গেয় উপত্যকার বারানসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।